পাক্ষিক

আহমদী

সম্পাদক:—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা — ১১শ সংখ্যা — বার্ষিক চাঁদা

পাক-ভারত—৫ টাকা — ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৯: — অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২৩শ বর্ষ

সূচীপত্র

১১শ সংখ্যা
১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৯ :

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	২৯৭
হাদিস শরীফ	অনুবাদ—বশির আহ্‌মদ	২৯৯
হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণী	অনুবাদক—মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ	৩০০
অন্তর মুখী	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৩০১
সেকালের তরুণ মোসলেম	দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম	৩০২
কোর'আন	চৌধুরী আবদুল মতিন	৩০৪
আমরা আহ্‌মদী	মোঃ আখতারুজ্জমান	৩০৫
রসুল (দঃ) চরিত্রের বৈশিষ্ট	দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম	৩০৭
হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস(আঃ)প্রদত্ত খোতবা	অনুবাদ—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৩০৮
ছোটদের মহফিল		৩১৫
স্মরণ রাখার যোগ্য	আমাতুল কাইয়ুম (টুটু)	৩১৭
প্রশ্নোত্তর বিভাগ		৩১৮
সংবাদ		৩১৯

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় : ২৩শ বর্ষ : ১৫ই অক্টোবর : ১৯৬৯ সন : ১৫ই এখা : ১৩৪৮ হিজরী শামসী : ১১শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

(মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা রা'দ

৬ষ্ঠ রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩৮ ॥ এবং নিশ্চয়ই আমরা তোমার পূর্বে রসুলগণ প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী ও সন্তান দিয়াছিলাম এবং আল্লার আদেশ ব্যতীত রসুলের পক্ষে (তাহার গোত্রের নিকট) কোন নিদর্শন আনয়ন করা সম্ভব ছিল না। এবং প্রত্যেক নির্ধারিত কালের জন্য (আল্লার) লিপি রহিয়াছে।

৩৯ ॥ আল্লাহ্‌তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা বিলুপ্ত করেন এবং (যাহাকে) ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং তাঁহার নিকট বিধান সমূহের উৎস রহিয়াছে।

৪০ ॥ এবং আমরা তাহাদের সঙ্গে যেই (শাস্তি প্রেরণ করিবার) অঙ্গিকার করিয়া থাকি, যদি তাহার কিয়দংশ তোমার (জীবদ্দশায়) তোমাকে প্রদর্শন করি, অথবা (ইহার পূর্বেই) তোমার মৃত্যু ঘটাই (ইহাতে কিছু আসে যায় না) কারণ তোমার উপর শুধু পয়গাম পৌঁছাইবার দায়িত্ব এবং আমাদের উপর বিচারের ভার।

৪১ ॥ তাহারা কি দেখে নাই যে, আমরা দেশকে চতুর্দিক হইতে সঙ্কুচিত করিয়া চলিয়া আসিতেছি এবং আল্লাহ্‌ (প্রত্যেক বিষয়) মীমাংসা করেন? তাহার মীমাংসার কোন পরিবর্তন-কারী নাই। এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ-কারী।

৪২ ॥ এবং তাহাদের পূর্ববর্ত্তীরাও (নবীগণের বিরুদ্ধে এইরূপ শত্রুতা মূলক) আয়োজন করিয়াছিল (কিন্তু ফলদায়ক হয় নাই) পরন্তু সর্বপ্রকার (ফলদায়ক) আয়োজন আল্লাহর আয়ত্তাধীন, তিনি জানেন প্রত্যেক প্রাণী যাহা সম্পন্ন করে। এবং অচিরেই কাফেরগণ জানিতে পারিবে পরকালের (শুভ) পরিণাম কাহার জন্য নির্দ্ধারিত।

৪৩ ॥ এবং যাহারা (তোমাকে) অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা বলে তুমি (আল্লার) প্রেরিত নহ। (তাহাদিগকে) তুমি বল যে, আল্লাহ্‌ আমার এবং তোমাদের মধ্যে যথার্থ সাক্ষী এবং যাহাদের নিকট এই (পবিত্র) গ্রন্থের জ্ঞান সমাগত হইয়াছে (তাহারাও সাক্ষী)।

(ক্রমশঃ)

★

হাদিস শরীফ

॥ জুমার নামায এবং তাহার আদব ॥

অনুবাদ – বশির আহ্‌মদ

(১)

হযরত আবু হোরয়েরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, সর্ব-উৎকৃষ্ট দিন যাহাতে সূর্য উদয় হয়, উহা জুম্মার দিন। এই দিনেই হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছিল। এই দিনেই তাঁহাকে জান্নাতে লইয়া যাওয়া হয়। এবং এই দিনেই তাঁহাকে জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল।

(মুসলিম)।

(২)

হযরত আওস বিন্ আওস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, দিনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন জুম্মার দিন, এই দিনে আমার উপরে বেশী বেশী দুরুদ পাঠাইবে কেননা এই দিনে তোমাদের পাঠান দরুদ আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। (আবু দাউদ)।

(৩)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আঃ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, জুম্মার দিনে গোসল করা প্রত্যেক সাবালক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য। (মুসলিম)।

(৪)

হযরত ফা'কা (রাঃ) যিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সাহাবা ছিলেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, আঃ হযরত (সাঃ) জুম্মার দিন, আরাফাতের দিন, অর্থাৎ জুল হিজ্জের ৯ তারিখে, রোজার ঈদে ও কোরবাণীর ঈদের দিন, গোসল অবশ্যই করিতেন এই দিনগুলিতে গোসল করা সুন্নত। (মসনদে আহ্‌মদ)।

(৫)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্নিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) যখন গোসল করিতেন, প্রথমে তিনি ডান হাত দ্বারা পানি লইয়া দুই হাত ধৌত করিতেন। অতঃপর শৌচক্রিয়া করিতেন ইহার পর ওযু করিতেন। অতঃপর কিছু পানি মাথায় ঢালিতেন এবং চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেন যেন উহার গোড়া পর্যন্ত ভিজে। (মুসলিম)।

(৬)

হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রাঃ) হইতে বর্নিত হইয়াছে যে, আমি রসুল করীম (সাঃ)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে দীর্ঘ নামায পড়া এবং ছোট খোতবা দেওয়া বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার প্রমাণ। সুতরাং নামায দীর্ঘ কর এবং খোতবা ছোট কর।

(মুসলিম)।

(৭)

হযরত আবুহোরায়রা (রাঃ) ইইতে বর্নিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) জুম্মার কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, ইহার মধ্যে একটি মূহূর্ত্ত এমনও আসে, যদি কোন মুসলমান এই মূহূর্ত্তটি লাভ করে এমতাবস্থায় যে, সে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছে, তখন সে, যে দোওয়াই করিবে তার দোওয়া কবুল হইয়া যাইবে। তিনি হাতের ইশারা দ্বারা দেখাইলেন যে, এই মূহুর্ত্তটি ক্ষণস্থায়ী। (মুসলিম)।

★

হযরত মসিহ্ মওউদ (আইঃ)-এর

অমৃত বানী

রমজান মাসে চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ

বিরুদ্ধবাদিগণের অবস্থা দেখিলে আমার বড়ই দুঃখ হয়। মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর আগমণের যে সকল লক্ষণ পূর্বে তাহারা নিজেরাই পেশ করিত, এখন তাহা পূর্ণ হওয়ার পর তাহারা আপত্তি করিতেছে যে, ঐগুলি সঠিক নহে। উদাহরণ স্বরূপ, তাহারা বলে যে, রমজান মাসের চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের হাদীসটি প্রমাণিত নহে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হউক, ঘটনা দ্বারা খোদাতায়ালা যে হাদীসকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তাহাদের মুখের কথায় কি উহা মিথ্যা হইয়া যাইবে? হায়, তাহাদিগের লজ্জাও হয় না যে, তাহাদের কথার দ্বারা শুধু মসিহ্ মওউদ (আঃ)-কেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয় না, পরন্তু রসুল করীম (সাঃ)-কেও মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণ করা হইতেছে। আমার সত্যতায় শুধু চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ নহে, হাজার হাজার প্রমাণ ও নিদর্শন আছে। একটা যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এ কথা প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে, ভবিষ্যদ্বাণীটি মিথ্যা। হায়, তাহারা আমার সহিত শত্রুতা করিয়া শ্রেষ্ঠতম সত্যবাদীর ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী অতি জোরের সহিত পেশ করিয়া থাকি এবং বলি যে, ইহা আমার সত্য নবী হওয়ার প্রমাণ। যে হাদীসকে তোমরা অনুমানরূপ কালিতে লিখিয়াছিলে, ঘটনা উহাকে নিশ্চয়তায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। ইহা অস্বীকার করা এখন বেঈমান ও অভিশপ্ত হওয়ার লক্ষণ।

জাল (মওযু) হাদীস সম্বন্ধে মোহাদ্দেসগণ কি বলেন তাঁহারা কি বলেন যে, বর্ণনাকারীর স্মরণ-শক্তি ভাল ছিল না। কিংবা তাহার সত্যবাদী হওয়া সন্দেহজনক। পক্ষান্তরে তাঁহারা এ কথাও স্বীকার করেন যে, কোন দুর্বল হাদীসেরও ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হইয়া যায়, তখন উহাকে সত্য হাদীস বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। এই নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের হাদীসকে কেহ মিথ্যা বলিতে সাহসী হইবে কি?

অতএব স্মরণ রাখ, যাঁহার আসিবার ভবিষ্যদ্বাণী থাকে, তাঁহাকে অহিংসবাদী নিয়ম সমূহের দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। এই পন্থায় তাঁহার সত্যতা জানা যায়। যেহেতু উদাহরণ ব্যতীত মানব-বুদ্ধি কোন বিষয় সম্যক ধারণা করিতে পারে না, তজ্জন্য তাঁহার সপক্ষে বুদ্ধির বিষয়ীভূত উদাহরণও থাকে। আর সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, খোদা তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। কাহারও যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে, সে আমার সামনে আসিয়া নবীগণকে পরীক্ষা করিবার যে নিয়ম আছে, তদনুযায়ী আমার সত্য হওয়ার প্রমাণ আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুক। আমি যদি মিথ্যাবাদী হই, তবে পলায়ন

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

অন্তর্মুখী

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

দায়ী কে ?

মুসলমানদের বর্তমান অধপতনের জন্য অনেকে পশ্চিমা শক্তিদের দায়ী করে থাকেন। তাদের যুক্তি হলো ঐ সব দেশ মোসলেম দেশসমূহের স্বাধীনতা হরণ করে চরমভাবে শোষন চালিয়েছে যার দরুণ মোসলেম দেশগুলোর শিরদাঁড়া ভেংগে গিয়েছে। তাই তারা মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারছে না।

পশ্চিমা শক্তিগুলো কর্তৃক মোসলেম দেশগুলোর স্বাধীনতা হরণ ও শোষনকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একেই মুসলমানদের অধপতনের প্রথম ও প্রধান কারণ ধরে নিলে মারাত্মক ভুল করা হবে বলে মনে হয়। এবং এই ভুলের দরুন নিজেদের সংশোধন করাও দুরহ হয়ে ওঠবে। কারণ এসব শক্তির হাত হতে মুক্তির প্রচেষ্টাতে মোসলেম দেশগুলোর প্রয়াস সীমিত হয়ে পড়বে। রোগ ও রোগের কারণ না ধরতে পারলে সঠিক চিকিৎসা চলতে পারে না। তাতে রোগ সারবেনা এবং ভবিষ্যতেও তা হতে সাবধানও হওয়া যাবে না।

একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা যায় যে মুসলমানদের চরিত্র গত আভ্যন্তরিন পচনই রাজনৈতিক ও আর্থিক অধপতন ডেকে এনেছে। অন্যদেরকে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ দিয়েছে। তাদের এই পচন প্রধানতঃ বিচ্ছিন্নতা, দলাদলি, অবিশ্বাস এমনকি বিশ্বাস ঘাতকতা, বিলাসিতা, কর্মবিমুখতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় জড়তা ইত্যাদি রূপ নিয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে পংগু করে দিয়েছিলো। শত্রু ঐ বিষাক্ত পরিবেশকে নিজেদের অনুকুলে লাগিয়েছে মাত্র। এই অবাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে মুসলমানরা নিজেরাই। এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বাইর থেকে কোন জাতিই জাগ্রত

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

(অমৃত বানীর অবশিষ্টা)

করিব। কিন্তু তাহা হইবার নহে। আল্লাহ্‌তায়ালা উনিশ বৎসর (বর্তমান সময় হইতে ৮৮ বৎসর-প্রকাশক) পূর্বে আমাকে বলিয়াছেন—সর্ব সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তোমাকে সাহায্য করিবেন।"

ينصرك الله فى مواطن

অতএব, নবী ও রসুলদিগকে যে ভাবে পরীক্ষা করা হইত, আমাকে সেইভাবে পরীক্ষা কর। আমি দাবীর সহিত বলিতেছি যে, এই প্রণালীতে পরীক্ষা করিলে আমাকে সত্যবাদী পাইবে। আমি সংক্ষেপে এই সকল কথা বলিলাম। চিন্তা করিয়া দেখ। খোদাতায়ালার নিকট দোয়া করিতে থাক। তিনি শক্তিমান, তিনি পথ দেখাইয়া দিবেন। তাঁহার সাহায্য সত্যবাদীগণই পাইয়া থাকেন।

★

(সাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-কে কিছু দান করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, হে আল্লার প্রেরিত পুরুষ! আমার এখন কোন প্রয়োজন নাই, সুতরাং আপনি আমার চেয়ে অধিকতর অভাব গ্রস্ত ব্যক্তিকে দান করুন।

০ ০ ০

পুজনীয় সাহাবীগণ ত্যাগব্রতের জীবন্ত দৃষ্টান্ত বিশেষ ছিলেন। তাঁহারা সর্বক্ষণ স্বীয় ভ্রাতাদের জন্য ত্যাগ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহাদের ত্যাগের সমস্ত ঘটনা বিস্মৃত হইলেও এরূপ একটি ঘটনা আছে যে, উহার দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে পাওয়া দুষ্কর।

মুসলমানগণ যখন হিজরত করিয়া মদিনায় আগমণ করেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই একেবারে দরিদ্র ও নিঃসহায় ছিলেন। না আহার করিবার অন্ন ছিল, না পরিধান করিবার বস্ত্র ছিল; আর না মাথা লুকাইবার স্থান ছিল। কিন্তু মদীনার আনসারগণ তাঁহাদের সহিত ব্যবহার কালে এরূপ নিষ্ঠা এবং ত্যাগের পরিচয় দিলেন যে পরদেশে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে অনুভব করিতেও দিলেন না। তাঁহারা স্ব-স্ব বাড়ী ঘর তাঁহাদের বসবাসের জন্য খালি করিয়া দিলেন, নিজেদের ধন সম্পত্তিতে তাঁহাদিগকে অংশী করিয়া লইলেন, নিজেদের জমিজমা এবং উদ্যানসমূহ তাঁহাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া লইলেন। এসব ত তাঁহারা করিলেনই। কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ হইল না। রবির পুত্র সা'দের সঙ্গে আওফের পুত্র আবদুর রহমানের ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইলে সা'দ তাঁহাকে বলিলেন, "আমার দুই স্ত্রী আছে, তাহাদের মধ্যে একজনকে আমি তালাক দিব যেন আপনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারেন।' এই প্রস্তাব ধর্মবিগহিত হওয়ায় আবদুর রহমান (রাঃ) উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। অবশ্য সা'দ (রাঃ)-ও উপরুক্ত প্রস্তাবকে ধর্ম-সঙ্গত মনে করিতেন না। তথাপি তিনি স্বীয় ধর্ম ভ্রাতার জন্য কিরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য এই ঘঠনাটি উল্লিখিত হইল। মুহাজেরিনদের জন্য আনছারদের ত্যাগের ইহা এরূপ এক উজ্জল দৃষ্টান্ত যে পৃথিবীর ইতিহাস আজ পর্যন্ত উহার তুলনা প্রদর্শন করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না।

সেকালের ওরুল মোসলেম

—দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম

সালাতের পুত্র কছীর (রাঃ) শাসনকর্তা মা'বীয়া (রাঃ)-এর নিকট ঋণী ছিলেন। শাসনকর্তা মা'বীয়া মারওয়ানকে ঋণের পরিবর্তে তাঁহার বাড়ী খরিদ করিয়া লইবার জন্য লিখিলেন। মারওয়ান কছীরকে ডাকিয়া আনাইয়া বলিয়া দিলেন যে, হয় তিন দিনের মধ্যে টাকা যোগাড় করিতে হইবে, নতুবা বাড়ী ছাড়িয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কছীর বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না, অপর দিকে টাকারও কোন যোগাড় ছিল না। দেয় কর্জের টাকার মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা কম ছিল। ভাবিতে ভাবিতে এবাদার পুত্র কয়েসের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তখন তাঁহার নিকট গিয়া ত্রিশ হাজার টাকা কর্জ চাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দিয়া দিলেন। কছীর সেই টাকা লইয়া মারওয়ানের নিকট পৌঁছিলেন। জানিনা কি জন্য মারওয়ান টাকাও ফেরত দিলেন এবং বাড়ীও দখল করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে আর টাকার প্রয়োজন না থাকায় কছীর অবিলম্বে টাকা লইয়া কয়েছের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে টাকা প্রত্যার্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন যে, কোন জিনিষ দান করিবার পর তিনি তাহা ফেরত গ্রহণ করে না।

* * *

যুবক সাহাবী তালহা (রাঃ) বনু তমীম নামক উপজাতির, দরিদ্র এবং নিরন্ন লোকদের ভরণ পোষণের দায়ীত্ব পালন করিতেন। সবীহা তায়েমী নামক এক ব্যক্তির ত্রিশ হাজার দিরহাম কর্জ ছিল। তাল্‌হা উহার সাকুল্য ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন।

০ ০ ০

পূজনীয় সাহাবীদের মধ্যে লালসার নাম-গন্ধ ত ছিলই না বরং সর্বদা তাঁহারা অপরাপর ভ্রাতাদের বিষয়ে অবহিত থাকিতেন। একবার হযরত মোহাম্মদ

(অন্তর মুখীর অবশিষ্ট)

সংহত ও আদর্শ প্রিয় অন্য কোন জাতির ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

নিজেদের চরিত্রের দুর্বলতা দূর করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে পঙ্কিলতা মুক্ত করার জন্য সাবধান ও সক্রিয় না হলে শুধু স্বাধীনতা অর্জনই আমাদিগকে লক্ষ্য স্থানে নিয়ে যেতে পারবে না। এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে উন্নতির স্বর্ণ যুগে অন্যকোন জাতিই মুসলমানদের উপর শোষন চালাতে পারেনি, এমনটি করতে সাহসও করেনি।

কোন জাতির চারিত্রিক উন্নতির অনুপাতেই এর প্রভাব প্রতিপত্তি সৃষ্টি হয়। আমরা যদি চরিত্র গঠন ও সুষ্ঠ আদর্শ অনুসরণকে বাদ দিয়ে শুধু অন্যদের শোষনের কথা বলে বেড়াই তাতে ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে না। ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করে গড়ে তোলার সব দায়িত্ব নিজেদের কাধে নিতে হবে। কোরআন পাকে তাই দেখতে পাই। আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন না যে পর্যন্ত নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে।

★

॥ কোর'আন ॥

চৌধুরী আবদুল মতিন

১। কোর'আন পড়ো, কোর'আন পড়ো
নবীর বাক্য স্মরণ কর
খলিফার আদেশ পালন কর।
কোর'আন পড়ো।

২। কোর'আন পড়ো, কোর'আন পড়ো
অলৌকিক জ্ঞান অর্জ্জন কর
খোদার মা'রফত হাসেল কর,
'রুহানী' নীতিতে জীবন গড়।
কোর'আন পড়ো।

৩। কোর'আন পড়ো, কোর'আন পড়ো,
জ্ঞানের আলোতে বিচরণ কর
সত্যের তথ্য উৎঘাটন কর,
দার্শনিক-সংশয় সংশোধন কর।
কোর'আন পড়ো।

৪। কোর'আন পড়ো, কোর'আন পড়ো
ঐশীজ্ঞান উৎস অন্বেষণ কর
অভিজ্ঞান শক্তি সঞ্চয় কর
জড়বাদী মানবে মুক্ত কর।
কোর'আন পড়ো।

৫। কোর'আন পড়ো, কোর'আন পড়ো
ঈমান—বিমান আরোহণ কর
সপ্ত স্বর্গ অতিক্রম কর
নাস্তিক রোদের ধাঁ ধাঁ দূর কর।
কোর'আন পড়ো।

৬। কোর'আন পড়ো, কোর'আন পড়ো
অজ্ঞতার কারাগার ভগ্ন কর,
অশান্তির বাহিনী বিনাশ কর
দারিদ্র অপরাধ খণ্ডন কর।
কোর'আন পড়ো।

৭। কোর'আন পড়ো, কোর'আন পড়ো
সন্তান-সন্ততি 'বা বরকত' কর
পড় বাছা "খোদার এবাদত বড়"
গৃহ পরিবারে জান্নাত গড়।
কোর'আন পড়ো।

৮। কোর'আন পড়ো, কোর'আন পড়ো,
"ইসলাম" শান্তি প্রবাহিত কর
বিশ্ব-প্রেমনীতি সীঞ্চন কর
পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা কর।
কোর'আন পড়ো।

॥ আমরা আহ্‌মদী ॥

মোঃ আখ্‌তারুজ্জমান

আমরা আহ্‌মদী বা খাঁটি মোসলমান। ইসলাম আমাদের ধর্ম। নবীকুল শিরোমণি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আমাদের রসুল। কলেমাই আমাদের মূলমন্ত্র এবং নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতই মূল স্তম্ভ যার উপর ভিত্তি করে আহমদীয়াত তথা খাঁটি ইসলামরূপ সুন্দর অট্টালিকা স্বগর্বে দণ্ডায়মান। সুতরাং আমরা মোসলমান!

প্রশ্ন আসে, তবে "আহ্‌মদী" কেন? সহজ উত্তর হ'ল অপ্রয়োজনে নয়! হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন—"ইসলামকে সর্ব কালের জন্য এবং সর্বমানব-কুলের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ইসলাম বিশ্ব ধর্ম।" যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন—"ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্‌ লীল আলামীন।" অর্থাৎ আমি তোমাকে (মোহাম্মদকে) সমগ্র বিশ্বের প্রতি রহমতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।" ইসলামকে ভুলে মোসলমানরা যখন অন্যের অনুকরণে ব্যস্ত হ'ল। আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত এবং বিশ্ব ধর্ম ইসলাম ছেড়ে লক্ষ লক্ষ মোসলমান যখন খ্রীষ্টান হয়ে গেল এবং নায়েবে রসুলরা যখন নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করল, তখন খোদাতায়ালা ইসলামকে পুনর্জীবিত করার জন্য তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এযুগের নবী, প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ এবং ইমাম মাহদী (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তাঁর নাম হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত এবং উম্মতী নবী। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অপর নাম আহমদ (সাঃ)। তাই তিনিও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জমাতের নাম রাখলেন "আহমদীয়া জমাত"।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করার জন্য আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ (সাঃ) ও জোর তাকিদ দিয়ে গেছেন। বিভিন্ন হাদিসে তিনি ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করার জন্য মোসলমান তথা সমগ্র বিশ্বকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যেমন তিনি বলেছেন—"ইমাম মাহদী যাহের হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁহার হাতে বয়েত করিও, যদিও বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হয়।" (ইবনে মাজা)। তিনি আরও বলেছেন—"যে ব্যক্তি যমানার ইমামের হাতে বয়েত না করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করিয়াছে।" (মোসলেম) এইসব কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করা এবং তাঁর হাতে বয়েত নেয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমরা যদি তা অমান্য করি তবে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কেই অমান্য করি। এর ফলে আমরা খোদাকেই অমান্য করি। তাই হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-ও বলেছেন—"যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করে তারা খোদা এবং তাঁর রসুলেরই প্রকৃত বিরোদ্ধাচরণ করে।" আমরা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-কে ইমাম মাহদী হিসাবে গ্রহণ করে হযরত (সাঃ) এর সালাম তাঁর কাছে পৌছে দিয়েছি। ফলে আজ আমরা আহ্‌মদী।

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৮৩৫ সনে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। লেখনী সম্রাট মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তার লেখার মাধ্যমে ইসলামকে নব-জীবন দান করেন। মোসলমানদের নানা ভ্রান্ত ধারণাকে তিনি সত্য যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন এবং খাঁটি ইসলামকে তার ঐতিহ্যপূর্ণরূপ দিয়ে সারা বিশ্বের দরবারে পেশ করেছেন। ইসলামকে বিশ্ব ধর্মের ন্যায্য আসনে

প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ও সাধনা। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি বরকতপূর্ণ খেলাফৎ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যার মাধ্যমে আজ ইসলামের নজির বিহীন প্রচারকার্য চলছে। আমাদের বর্তমান খলিফা হযরত হাফেজ মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশে জমাত পরিচালনা করছেন। আল্লাহ্‌র এই মহান খলিফার সুষ্ঠু পরিচালনাধীনে ইসলাম আজ বিশ্বের কোণে কোণে বিস্তার লাভ করছে। ত্রিত্ববাদের দেশ সমূহে আজ ইসলামের তৌহিদের বানী উচ্চারিত হচ্ছে! যে, খ্রীষ্টানরা বিশ্ব ধর্ম ইসলামকে ধরা থেকে মুছে ফেলার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল, আহমদীদের তবলীগে তারা আজ ইসলামে শান্তির ঝাণ্ডা তলে একত্রিত হচ্ছে।

এক কালের মরুভূমিতে আজ রাবোয়া নামক শহর গড়ে উঠেছে। আহমদীয়া জমাতের বর্তমান কেন্দ্র তাই রাবোয়া শহরেই অবস্থিত। রাবোয়ার "সালানা জলসায়" আজ লক্ষাধিক আহমদী পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ থেকে এসে জমা হন। রাবোয়া আজ বিশ্বের ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশ্চাত্য দেশীয় বহু খোদা ভক্ত ছাত্র সেখান থেকে ইসলামী শিক্ষা লাভ করছে। বহু দূর দেশ থেকে নও মোসলিমগণ রাবোয়াতে আগমন করেন যা দেখে প্রবীন আহ্‌মদীগণ খুশীতে আত্মহারা হয়ে যান এবং তাঁহাদের মন প্রাণ আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে। কারণ যেদিন ইমাম মাহদী (আঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন—"আল্লাহ্‌ আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন যে, বহু দূর দূর হতে লোক তোমার কাছে আগমন করবে এবং এত অধিক লোক আসবে যে, তাদের জায়গা সংকুলান হবে না। সেদিন লোকে হেসেছিল! কিন্তু কে আছে আজ সেই পবিত্র বাণী নিয়ে হাসার দুঃসাহস করে? ঐ সব দূর দেশে না স্বয়ং হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) না তাঁর কোন ছাহাবী পদার্পণ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র অসীম রহমতে সেই সব দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক আজ আহমদী হয়ে ইসলামের জয়গান গাচ্ছে।

এই পূর্ব পাকিস্তানের কথাই চিন্তা করিনা কেন? এখানে কি ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কোন প্রচারক আগমন করেছিলেন? এদেশে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের কাহিনী শুনলে অবাক হতে হয়! বহু দিন পূর্বে ঔষধের পেকেটে করে আহ্‌মদীয়াতের ডাক এদেশে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু কি ছিল পেকেটের সেই বিজ্ঞাপনে, যার অমৃত মধু আহরণ করতে গিয়ে সহস্র সহস্র ধর্ম পিপাসু বাংগালী আজ মৌমাছির মত দল বেধে আহ্‌মদীয়াতরূপ ফুলের মধু সংগ্রহ করছে। এবং পরিণামে লোকের কাছ থেকে পাচ্ছে চরম নির্যাতন! এর থেকে আমাদের কি কিছুই শিক্ষনীয় নেই? আমরা আহ্‌মদী, আজ ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এমন নজির স্থাপন করছি যা বর্তমান দুনিয়ায় অবিশ্বাস্য ও তুলনাহীন। আমাদের বায়তুল মালে আজ কোটি কোটি টাকা জমা হয় এবং তা দিয়ে সারা বিশ্বের ইসলাম প্রচার করা হয়। আমাদের জমাতে আজ রাষ্ট্র নায়ক থেকে আরম্ভ করে বিশ্ব আদালতের বিচার পতি এবং বৈজ্ঞানিক সালামের মত বিজ্ঞানীও রয়েছেন যাঁরা মহামান্য খলিফার আদেশকে শিরোধার্য মনে করেন। ইহা কি সেই দৃষ্টান্ত নয়, যে দৃষ্টান্ত প্রথম যুগের খলিফা হযরত উমর (রাঃ) স্থাপন করেছিলেন? যেমন—বিশ্ব বিজয়ী বীর খালিদকে উমর নিমিষে একজন মামুলী সেনা বানায়ে দিলেন এবং বিশ্ব বিজয়ী বীর তা মাথা পেতে গ্রহণ করলেন। তাই আজ ডাক ছেড়ে বলতে ইচ্ছে করছে যে,

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

রসুল (দঃ) চরিত্রের বৈশিষ্ট

দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এমনি তো অন্যান্য লোকের মতই ছিলেন। কিন্তু তিনি শিষ্টাচারের আদর্শ ছিলেন। মোসলমানদের মধ্যে শিষ্টাচারের ব্যাপক প্রবর্তনের জন্য তিনি সর্বদাই উদ্‌গ্রীব থাকিতেন। তিনি তীব্র অনুভূতি-প্রবণ, নম্র-প্রকৃতি এবং জনদরদী ছিলেন। তিনি জনগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতেন।

তিনি এরূপ শিষ্ট ছিলেন যে মানুষের মধ্যে বসিবার সময় এরূপ ভাবে বসিতেন যে, যেন তিনি তাহাদেরই একজন। তিনি এই শিক্ষা দিতেন যে সমস্ত মোসলমান সমান। সুতরাং লোকে তাঁহার হস্ত চুম্বন করুন বা তিনি উপস্থিত হইলে লোকজন দণ্ডায়মান হউক তিনি ইহা পছন্দ করিতেন না।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একদা আমি নবীজির সঙ্গে বাজারে গিয়াছিলাম; তিনি একজোড়া পায়জামা খরিদ করিলেন। দাড়ী-পাল্লার ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তি লাফ দিয়া আসিয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করিতে উদ্যত হইলে তিনি হস্ত সরাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, 'আজমী (আরব ব্যতীত অন্য জাতীয় লোকগণ) তাহাদের রাজার সঙ্গে এরূপ আচরণ করিয়া থাকে এবং আমি রাজা নই। বস্তুতঃ আমি তোমাদেরই একজন।'

তৎপর তিনি পায়জামা হাতে লইলেন। আমি ইহা বহন করিতে চাহিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, 'নিজ নিজ দ্রব্য বহন করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।''

তাঁহার স্ত্রী বিবি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল "রসুলুল্লাহ তাঁহার গৃহে কেমন ছিলেন?"

উত্তরে তিনি বলিলেন, "অন্যান্য মানুষের মতই তিনি একজন মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার জুতা মেরামত করিতেন। কাপড়ে তালি দিতেন এবং নিজের কাজ নিজে করিতেন।

তাঁহার চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন,

و انك لعلى خلق عظيم (سورة القلم)

"এবং নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।"

হায়! মানুষ যদি হযরত রসুলের (দঃ) শিষ্টাচারের আদর্শের অনুসরণ করিত।

(আমরা অহ্‌মদীর অবশিষ্ট)

"তুরা আয় ছোটে সব দেখবি যদি
মসিহ্ মাওউদের ছাদাকাৎ,
বেশী নয়, ওরে বেশী নয় আজি
চেয়ে দেখ ঐ তাঁর জমাত!"

আজ আবার সেই ইসলাম এবং সেই খেলাফৎ আমাদের মাঝে ফিরে এসেছে যা' বহুদিন আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল। তাই আমরা প্রত্যেক আহ্‌মদী আজ খোদার কাছে অশেষ শোকর জানাচ্ছি এবং এই দোয়া করছি, তিনি যেন তাঁর নিয়ামত পূর্ণভাবে বিশ্বকে প্রদান করেন এবং তা যেন দীর্ঘ স্থায়ী হয়। আমীন।

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) প্রদত্ত

খোতবা

এবাদতের তাৎপর্য্য এবং দায়িত্বাবলী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

(৩)

و ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين * وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ০
(الذاريات : ৫৬-৫৮)

و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكوة و ذالك دين القيمة - (البينة : ২)

এবাদতের কতিপয় দায়িত্ব حقوق العباد বা মানব অধিকারের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত। যাকাতের সম্বন্ধ সর্ব-প্রকার حقوق বা অধিকার ও দায়িত্বের সহিত থাকিলেও প্রধানতঃ حقوق العباد (হুকুকুল-এবাদ)-এর সহিত উহার প্রকাশ্য সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়। আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি—আমার মতে উহাকে কেবল حقوق العباد (হুকুকুল-এবাদ)-এর সহিত জড়িত বলিয়া মনে করা ঠিক হইবে না। যাকাত খেদমত বা সেবার প্রাণ স্বরূপ। ইহজগতে মানবীয় অধিকার ও কর্তব্য পালন এবং মানব সেবার সহিত ইহার অধিকতর প্রকাশ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র সহিত মানুষের সম্বন্ধ খেদমত বা সেবা হইতে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির ; শুধু খাদেম বা সেবক সুলভ সম্বন্ধ নহে, বরং 'ফানী' বা আত্মবিলীন শুলভ সম্বন্ধও বটে। এই কারণে যাকাতের ক্ষেত্রে আত্মবিলীনতার এতটা প্রকাশ না থাকিলেও মোটামুটিভাবে সেখানেও ইহার সম্বন্ধ রহিয়াছে।

আর এক দৃষ্টি ভঙ্গি অনুযায়ী مخلصين له الدين আয়াতাংশে উল্লিখিত এগারটি বিষয়ের কিম্বা ততোধিক বিষয়ের (যদি অন্যত্রও উহাদের সন্ধান লাভ হয়) দ্বিতীয় ভিত্তি হইল যাকাত। ইহা সেই যাকাত নহে, যাহার শর্ত্ত সমূহ পূরণে সম্পদের চল্লিশতম অংশ কিম্বা কোন কোন লাজেমী চাঁদার অন্যান্য নির্দিষ্ট অংশ পরিশোধ করা হয়। যাকাত শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে। যাকাত সম্পর্কীয় কোর-আনের কোন কোন আয়াতে সমস্ত আভিধানিক অর্থই প্রযুক্ত হয় এবং আমরা সেক্ষেত্রে অতি সুক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ তফসীর দেখিতে পাই।

সেই অর্থ অনুযায়ী যাহা আমি মূলগত তত্ত্ব বহন করে বলিয়া মনে করি, যাকাতের অর্থ ইহা দাঁড়ায় যে, একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালারই সত্বাধিকার বা সার্ব-ভৌমত্বে স্বীকৃতি দান করা এবং তাঁহাকেই প্রকৃত মালেক জ্ঞান করা, এবং খোদা তাঁহার সত্বাধিকার বা সার্বভৌমত্ব পরে যে বণ্টন করিয়া আপন বান্দাদিগের নিকট সোপর্দ করেন, উহা হইতে তাহারই নির্ধারিত হক ও বিধি অনুযায়ী ব্যয় করা। সুতরাং যাকাতের অর্থ হইল مما رزقنا هم ينفقون দৃষ্টান্ত স্বরূপ, প্রত্যেকটি জিনিস যাহা আমার বা

আপনাদিগের মধ্যে প্রত্যেকের নিজের বলিয়া আছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালার এবং আসল মালেক আল্লাহ্র হুকুম ও নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার সেই সমগ্র দানটি ব্যবহৃত বা ব্যয়িত হওয়া উচিত। যেখানে যে হক তিনি নির্ধারণ করেন, সেখানে সেই হক দেওয়া উচিত। এজন্য ইসলাম একটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও চমৎকার ধর্ম যে, উহা শুধু অপরাপরের হক বা অধিকার সমূহের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করতঃ উহাদিগকে নির্ধারণই করে নাই, বরং নিজে প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের অধিকার সমূহ স্বীকার করিয়াছে এবং উহাদের কার্য্যকরী ভাবে পালন করিবার জন্যও আদেশ দিয়াছে। যদি এই হক বা অধিকার সমূহ স্বীকৃতি লাভ না করিত, তাহা হইলে তাহার কোন হক বা অধিকার থাকিত না। নবী করীম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন,

ولنفسك عليك حقا * (بخارى كتاب الصوم)

"তোমার নিজ সত্তার জন্যও কিছু হক বা অধিকার আছে যাহা আল্লাহ্তায়ালা নির্ধারণ করিয়াছেন; সেই হক সমূহ পালন করা তোমার অবশ্য কর্তব্য।" মানব সত্তার জন্য যেমন একটি হক ইহা যে, সে যেন প্রয়োজনীয় খাদ্য পায়, যাহাতে তাহার স্বাস্থ্য রক্ষা হয় এবং আপন জীবনকালে সে তাহার দায়িত্ব সমূহ সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। সে বিশ্বাস করে যে, তাহার জীবনের প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আল্লাহ্তায়ালার দান; উহার আসল মালেক তিনিই; সে যেমনে ইচ্ছা তেমনে তাহার জীবণের মুহূর্ত সমূহ অতিবাহিত করিবে এই অধিকার তাহার নাই। যখন তাহার ঘুম পায় এবং দেহ ক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে চায়, তখন আল্লাহ্র বান্দা চিন্তা করিবে যে কেন সে শুইবে; আল্লাহ্তায়ালা কি তাহার এই হক মানিয়াছেন যে, এই পৃথিবীতে যখন সে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে এবং উহার ফলে তাহার নিদ্রা যাইবার প্রয়োজন হইবে, তখন সে তাহার ঘুমের চাহিদা ইসলামে সুবিস্তারিত ভাবে বর্ণিত শর্ত্ত ও বিধি মোতাবেক পূরণ করিতে পারিবে? এখন উহা তাহার হক, অর্থাৎ, ছিল উহা খোদার, কিন্তু তিনি তাঁহার অপার অনুগ্রহক্রমে ইহা হক স্বরূপ তাহার বান্দাকে প্রদান করিয়াছেন। যখন আমরা উক্ত দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখি, তখন আমরা কোরআন শরীফে পাই ঃ—

جعلنا نومكم سباتا (النباء : ٧٨ - ١٠)

"তোমাদের নিদ্রাকে তোমাদের বিশ্রাম ও প্রফুল্লতা লাভের কারণ বা উপায় স্বরূপ করিয়াছি।" ইহা বলার কি প্রয়োজন ছিল? এই উক্তির মধ্যে তাৎপর্য্য থাকা চাই। বস্তুতঃ ইহাতে বহু তাৎপর্য পূর্ণ বিষয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি বিষয় এই যে, আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন যে, আমি যদি তোমাদের জীবনে বিশ্রাম ও প্রফুল্লতা লাভের ও ক্ষয় প্রাপ্ত শক্তিগুলির সতেজ করণের এবং এবং পূর্ণ শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রা-গমনের হক দানের স্বীকৃতি না দিতাম তাহা হইলে তোমাদের ঘুমাইবার কোন অধিকার থাকিত না। কিন্তু যেহেতু তোমাদিগের দেহকে আমি এমনভাবে তৈয়ার করিয়াছি যে তোমাদিগের মন, মগজ ও দেহ ক্লান্ত হইবে এবং তাহাদের নিদ্রা যাইবার বা বিশ্রাম গ্রহণের প্রোয়জন হইবে, সেহেতু আমি ঘোষণা করি— ولنفسك عليك حقا যে তোমার নিজ সত্বার একটি হক ইহা যে, উহা পরিশ্রান্ত হইয়া উহার আরাম ও বিশ্রার গ্রহণের প্রয়োজন বোধ হইলে উহা নিদ্রা যাইতে পারে। সুতরাং আমাদের জীবনের সমস্ত

* সম্পূর্ণ হাদিসটি নিম্নরূপ ঃ— ان لربك عليك حقا . و لنفسك عليك حقا . و لاهلك عليك حقا فاعط كل ذى حق حقه .
(বুখারী, রোজার অধ্যায়)

মুহূর্ত আল্লাহ্‌তায়ালার। তন্মধ্যে তিনি তাঁহার অপার অনুগ্রহক্রমে আমাদের জন্য শুইবার হক সাব্যস্ত করেন এবং উহার অনুমতি দেন। অন্যথায় খোদার মোমেন বান্দা মৃত্যু বরণ করিতে হইলেও তাহার চোখে তন্দ্রা আসিতে দিত না। কেন না অন্যদিকে তাহাকে এই আদেশও দেওয়া হইয়াছে যে, تخلقوا باخلاق الله (অর্থাৎ—আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হও) এবং সে খোদা তায়ালার সুন্নতের (অমোঘ কার্য ধারার) মধ্যে ইহা দেখিত যে,

لا تاخذ ٥ سنة ولا نوم (البقرة)

(অর্থাৎ—তাহাকে তন্দ্রা বা নিদ্রা কোনটিই স্পর্শ করে না) ইহার পরিপ্রেক্ষিতে সে বলিত যে, সেও তন্দ্রা বা নিদ্রা যাইবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা বলিলেন যে তাহা হইলে সে যেহেতু তাহার জীবনকে সফলকাম করিয়া তুলিতে পারিবে না, তাহার শক্তিগুলি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িবে, ফলে সে তাহার উপরে ন্যস্ত ক্রম বর্ধমান দায়িত্বাবলী সুসম্পন্ন করিতে পারিবে না, সেহেতু তাহার জন্য নিদ্রা যাওয়ার এই হক তিনি কায়েম করেন। يؤتوا الزكوٰة (তাহারা যাকাত দেয়) কিংবা مما رزقنا هم ينفقون (যাহা আমরা তাহাদিগকে দিয়াছি, উহার মধ্য হইতে তাহারা খরচ করে) পদদ্বয়ের অর্থ ইহাই যে, আমরা প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ্‌র বলিয়া স্বীকার করি এবং প্রত্যেক জিনিসের ব্যয় ও ব্যবহার খোদাতায়ালার নির্দেশানুগ হইলে সঠিক বলিয়া মনে করি। নচেৎ আমাদের নিজেদের কোন অধিকার নাই।

আমাদের একজন বুজুর্গ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তিনি অত্যন্ত দামী চোগা পরিধান করিতেন। কোন ব্যক্তি আপত্তি জানাইলে তিনি বলিলেন যে, তিনি ত মুখে একটি লোকমাও তুলেন না, যতক্ষণ না তাঁহার খোদা তাঁহাকে বলেন যে, তুমি এই লোকমা মুখে দাও। তেমনিভাবে তিনি কোন প্রকার পোষাক পরিধান করে না যতক্ষণ না খোদাতায়ালা তাঁহাকে পরিধান করিতে বলেন।

প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক বান্দাকে সেই একই প্রকারে সম্বোধন করেন। কোরআন, সুন্নাহ্‌ ও হাদিসে বর্ণিত ও প্রতিষ্ঠিত حقوق বা অধিকার সমূহ পুনঃরুল্লেখ করিয়া তিনি কোন কোন সময় কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করেন এবং অন্যান্যদিগের নিকট যদিও অনুরূপ করেন না তথাপি সেগুলি নিজ নিজ স্থানে যথারীতি নির্দিষ্ট ও প্রযোজ্য রহিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা প্রতিবেশীর হক, স্ত্রী ও সন্তানের হক, আত্মীয় স্বজনের হক, মহল্লাবাসীদের হক, সমগ্র মানবজাতির হক, মোট কথা প্রত্যেকের হক নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, তোমাদিগকে এই অধিকার দেওয়া হয় নাই যে, তোমরা নিজ পক্ষ হইতে কাহারো কোন হক নির্ধারণ কর; বরং তোমরা নিজেদেরও হক নির্ধারণ করিতে পার না, যতক্ষণ না তাঁহার পক্ষ হইতে নির্ধারিত হয়। ইহাই হইল যাকাতের অর্থ, অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিস কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া ও প্রত্যেক হক বা অধিকার শুধু তাহারই বলিয়া স্বীকার করিয়া এবং প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ্‌-তায়ালার দান বলিয়া জ্ঞান করিয়া যতটুকু যেখানে তাহা ব্যয় করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং যতখানি তাহার নিজের জন্য এবং অপরের জন্য আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে ঠিক সেই অনুপাতে সেখানে খরচ করা—ইহাই যাকাতের মূলগত তত্ত্ব এবং বুনিয়াদী কথা। ইহার সম্বন্ধে আমি পূর্বে বলিয়াছিলাম যে, ইহার প্রধান সম্বন্ধ প্রকাশ্যভাবে যদিও حقوق العباد বা মানব অধিকারের সহিত রহিয়াছে, তথাপি এবাদতের প্রত্যেকটি দায়িত্বের সহিতও ইহা জড়িত আছে।

সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, মানুষকে এবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে; এজন্য আদেশ দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা এক ও অদ্বীতিয় খোদার এবাদত করিবে مخلصين له الدين (তাঁহারই জন্য "দীনকে" নিষ্ঠার সহিত প্রতিষ্ঠাকারী) হইয়া—অর্থাৎ কোরআনে বর্ণিত এবাদতের সমস্ত তাগিদ ও দায়িত্বসকল পালন করিয়া। অতঃপর বলা হইয়াছে যে এমন যেন না হয় যে, কতকদিন সেই দায়িত্ব সমূহ পালন করিলে, তারপর ছাড়িয়া দিলে, বরং حنفاء অর্থাৎ—দৃঢ়ভাবে স্থির থাকিতে হইবে। তোমরা যদি তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে চাহ এবং শুভ-পরিণাম কামনা কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে সকল শর্তাবলীসহ এবাদত পালনে অধ্যবসায়ী ও দৃঢ়পদ হইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ এবাদতের প্রাণবায়ুকে কায়েম রাখিতে হইবে। তোমরা নিজ বলে তাহা করিতে সক্ষম নহ। তাহার জন্য তোমাদিগকে দোয়া করিতে হইবে যে, "হে খোদা! আমাদের এবাদতের প্রাণবায়ু সঞ্জীবিত করিয়া রাখ এবং তাহার জন্য আমাদিগকে শক্তি ও সামর্থ দাও।"

সুতরাং তোমরা তোমাদের মন-মগজে দুইটি চিন্তা ধারা স্থির কর—প্রথমটি এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা চরম ও পরম মহিমা ও প্রতাপের অধিকারী এবং সর্বোত্তম গুণরাজীতে গুণান্বিত। তাঁহার সমস্ত গুণ সর্বক্ষণ সক্রিয় রহিয়াছে; ইহারা কোন সময়ই নিষ্ক্রিয় হয় না এবং খোদাতায়ালার ক্রিয়ারত গুণ সমূহের প্রতিকুল যে-কোন চেষ্টা-প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

দ্বিতীয়টি এই যে, তোমরা একান্ত তুচ্ছ এবং যতক্ষণ না আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য ও শক্তি প্রাপ্ত হও, তোমাদের কোন কিছু করিবার সাধ্য নাই। এ দুই চিন্তা-ধারা এবাদতের প্রাণকে জাগরুক এবং জীবন্ত রাখে। ইহারা আত্মাকে যখন জাগ্রত ও সঞ্জিবীত করে, তখন উক্তরূপ আত্মায় উল্লিখিত তিনটি গুণ প্রকাশ লাভ করে। ইহার পরই প্রকৃত পক্ষে সেই প্রাসাদ নির্মাণ করা সম্ভব পর, যাহার সম্বন্ধ এবাদত ও তৎসম্পর্কীয় দায়িত্বাবলীর সহিত রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, শুধুমাত্র উক্ত প্রকার দোয়াতেই ক্ষান্ত হইবে না, বরং ইহাও স্বীকার করিবে যে, তোমরা যাহা কিছু লাভ করিয়াছ বা প্রাপ্ত হইয়াছ,—যেমন তোমাদের শক্তি, যোগ্যতা, জ্ঞান, ক্ষমতা, জন-বল, পরিবার পরিজন ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি এবং যে দেশ বা অঞ্চলে তোমরা বসবাস কর তথাকার Mineral resources (খনিজ সম্পদ) কিংবা অন্যান্য নানাবিধ অর্থ ও সম্পদ, যাহা বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চলে কৃষি, শিল্প কিম্বা খনি ইত্যাদির ফলে পাওয়া যায়, এমন কি তোমাদের জীবনের সমস্ত মূহূর্ত, মোট কথা সব-কিছুই আল্লাহ্‌তায়ালার। ব্যক্তি বিশেষ এবং জাতি সমূহ সকলকেই তিনি সম্বোধন করিতেছেন। এবং যেহেতু সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌তায়ালার, সেহেতু উহাদের ব্যয় ও ব্যবহার আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত অধিকার ও বিধি-বিধানের উপর নির্ভরশীল এবং উহাদের আলোকেই তাহা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। যেহেতু তিনি তোমাদিগকে ঘুমাইবার অনুমতি দেন, সে জন্য তোমরা নিদ্রা গমণ করিয়া বিশ্রাম ও প্রফুল্লতা লাভ করিতে পার, এবং পরবর্তী দিনে তাজা হইয়া উদ্যমের সহিত কাজ করিতে পার। আমি মনে করি, ব্যক্তিকে যে সমস্ত হক দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে মানবের বৃহত্তম হক ইহা যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে যে সকল সহজাত শক্তি ও যোগ্যতা দান করিয়াছেন, সে যেন উহাদের পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে তাহার অপরাপর উপায় ও উপকরণ এমনভাবে কাজে লাগায় যে, ঐ সকল সহজাত শক্তি ও যোগ্যতা যেন আল্লাহ্‌-

তায়ালার ربوبيت বা প্রতিপালনের স্পর্শে ও তাঁহার অপার অনুগ্রহে চরম উন্নতি ও পুষ্টি লাভ করিতে পারে; ফলতঃ মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। একটি আছে নীতি বা মূলগত উদ্দেশ্য—যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে তাঁহার এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আর একটি উদ্দেশ্য হইতেছে ব্যক্তিগত—যাহার সম্বন্ধ প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত স্বতন্ত্রভাবে রহিয়াছে। কেননা সমগ্র সৃষ্ট মানব আপন সহজাত শক্তি ও যোগ্যতা সমূহের দিক দিয়া মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ আঃ)-এর সমান হইতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আপন আপন ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দৈহিক, জাগতিক, আধ্যাত্মিক এবং পরলৌকিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং এই সমস্ত হক বা অধিকার নির্ধারণ করিয়াছেন এবং আমাদের দেহ ও আত্মার কল্যাণ সাধন এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আমাদিগকে অগণিত শিক্ষা ও বিধি-বিধান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে এই এই তোমাদের হক, যাহাতে মানুষ চিন্তা করিতে পারে এবং খোদাতায়ালায় কৃতজ্ঞ হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা বলেন নাই যে, তিনি তোমাদিগকে শুধু বিপদ-আপদে নিক্ষেপ করিয়া পরিক্ষা করিতে চান, বরং তিনি ইহা বলিয়াছেন যে, তিনি তোমাদের জন্য অধিকার সমূহও নির্ধারণ করেন, যাহাতে তোমরা উন্নতি কর—অর্থাৎ অধিকার সমূহ যেন তোমরা লাভ কর এবং উহার উপকারও যেন তোমরা পাও, তথা অধিকার প্রাপ্তির সাময়িক উপকারও এবং অধিকার প্রাপ্তিতে যে মহান ফলোদয় হয় উহার চিরস্থায়ী উপকারও যেন সাধিত হয়। তেমনিভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক মানব অধিকার সমূহ নির্ধারণে আরও দুইটি উপকার হইল—প্রথমতঃ মানুষের অন্তর হইতে এই ভয় তিরোহিত হইল যে, যাবতীয় বস্তু যেহেতু আল্লাহ্‌র, এজন্য সে কেমন করিয়া সেগুলি ব্যবহার করিতে পারে বা কেমন করিয়া খাইতে বা পরিধান করিতে পারে বা গৃহ নির্মাণ করিয়া রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে কেন সে নিজেকে রক্ষা করিবে? খোদা তায়ালা বলিয়াছেন যে, তিনি তোমাদিগের এই অধিকার সমূহের যথার্থতা স্বীকার করেন। তোমরা ইহাদের সদব্যবহার কর। দ্বিতীয়তঃ মৌলিকভাবে এই উপকার হইল যে কাহারও বাধার সৃষ্টি বা আপত্তি করিবার অধিকার থাকিল না যে, তোমরা কেন খাও, বা কেন পান কর বা সেই গৃহে কেন বাস কর—যেমন একজন মনিশীকে জনৈক ব্যক্তি অভিযোগ করিয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে খোদা তায়ালা বলিয়াছেন বলিয়া তিনি খান। সুতরাং হক বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। দুনিয়ার অভিযোগ বা আপত্তির অপনোদন হইল। মানবের প্রতিপালন ও পুষ্ট সাধন এবং উন্নতি ও অগ্রগতির চরম শিখরে আরোহনের পথ উন্মুক্ত ও প্রসস্ত হইল। তেমনিভাবে অপরাপর সকলের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করা হইল। একটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর সমাজ সুগঠিত হইল—এমন একটি সমাজ, যাহা প্রকৃতরূপে যদি গড়িয়া উঠে, তথা যেরূপে রসুল করীম (সাঃ আঃ) এবং তাঁহার পরে প্রায় তিন শত বৎসর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল সেইরূপে, তাহা হইলে পৃথিবীতে এমন একটি মহান বিপ্লব সূচিত হইবে, যাহার সহিত রাশিয়ার বিপ্লবের কোন তুলনাই হইতে পারে না; এতটুকুও নহে, যতটুকু হাতির সামনে একটি মাছির তুলনা হয়।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, তিনি তোমাদিগকে তাঁহার এবাদত পালন করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তোমরা তাঁহার এবাদত ও তৎসম্পর্কীয় দায়িত্বাবলী পালন কর এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় হক আদায় কর, তাহা হইলে

তোমরা এমন এক জাতিতে পরিণত হইবে যে, ذالك دين القيمة উহাতে কোন প্রকার দুর্বলতা ও পতন প্রবেশ করিতে পারিবে না, উহা ধ্বংস ও বিলুপ্তও হইবে না। যদি তোমরা উক্ত দুই নাতিদীর্ঘ আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন কর, তাহা হইলে তোমরা দুনিয়ার জন্য অভিবাবক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালনকারীরূপে একটি মহান জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিবে। যদি আমরা ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে, নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর সাহাবাগণ তাঁহার পবিত্র সাহচার্যে থাকিয়া তাঁহাদের এবং পরবর্তীগণ দুই শত বৎসর (অর্থাৎ প্রথম শতাব্দীর পর দুই শতাব্দী) পর্যন্ত তাঁহার "পবিত্রকরণ শক্তি" এবং তাঁহার সাহাবাগণ হইতে কল্যাণ লাভ করিয়া দৃঢ়তা ও স্থিরতার শিক্ষাও লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহারা যাকাত এবাদতের প্রাণ বস্তু অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যাকাত তথা খেদমত বা সেবার প্রাণ বা মূলমন্ত্রও হাসেল করিয়াছিলেন। তেমনিভাবে সর্ব প্রকার হক ও দায়িত্ব —তাহা ব্যক্তি সম্বন্ধীয় হউক, কিংবা স্ত্রী ও সন্তান সম্পর্কীয়, অথবা মাতা-পিতা ও অন্যান্য-স্বজন সম্বন্ধে হউক, কিংবা প্রতিবেশী, মহল্লাবাসী ও জগদ্বাসী সম্পর্কেই হউক, আল্লাহ্তায়ালা যে ভাবে সেগুলি নির্ধারণ করিয়াছেন ও পালন করিতে আদেশ দিয়াছেন তাঁহারা ঠিক সেই ভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলেই তাঁহারা হইয়াছিলেন জগতের জন্য কল্যাণদাতা, অবিভাবক ও গুরু। তাঁহারা নিজেরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়া জগদ্বাসীকে তাহার পথ দেখান এবং তাহার উপায় উপাদান সমূহ তাহাদের সম্মুখে তুলে ধরেন। সুতরাং বিদ্বেষ পোষণকারী শত্রুগণও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বাস্তবিকই তাঁহারা জগতের মহত্তম কল্যাণ সাধনকারী ছিলেন। প্রশ্ন উঠিতে পারিত যে, তাঁহারা এইরূপ কেন এবং কেমন করিয়া হইতে পারিয়াছিলেন? খোদাতায়ালা বলেন যে, তাঁহারা ঐরূপ এজন্য হইতে পারিয়াছিলেন যে, কোরআন করীমে তিনি যে-সব নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহারা সেগুলি পালন করিয়া কাজে কর্মে দেখাইয়া ছিলেন। অহংকার, আত্মশ্লাঘা আত্মম্ভরিতা, আত্মপ্রসাদ হইতে তাহারা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিলেন। তাঁহারা আল্লাহর নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিল। কেননা তাঁহারা নিজেদের উপর একটি মৃত্যু আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহারা এই সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, আল্লাহ্তায়ালার প্রেম লাভ না করিয়া ইহজগতে উন্নতি সাধিত হইতে পারে না এবং তাঁহারা এই সত্যেও উপনীত হইয়াছিলেন যে, আল্লাহ্তায়ালা যে সমস্ত অধিকার ও দায়িত্ব ইহজগতে কায়েম করিয়াছেন, সেগুলি পালন করিতে যদি কোন জাতি শৈথিল্য ও অবজ্ঞার পরিচয় দেয়, তাহা হইলে তাহারা কখনও কৃতকার্য হইতে পারে না। যেহেতু তাঁহারা এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা সেই পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছিলেন। উহা একটি অতি মহান পুরস্কার, যাহার ওয়াদা ذالك دين القيمة ইহা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত জামাতের ধর্ম, পতনের ঝড়-ঝঞ্ঝার কবল হইতে সুরক্ষিত জামাতের ধর্ম আয়াতে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত আয়াতে সেই জামাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহারা দীনকে অধ্যবসায় ও সালাত এবং যাকাতের ভিত্তি সমূহের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন যেন আমরা তাঁহার আদেশসমূহ হৃদয়ঙ্গম করি এবং তাঁহার এবাদত পালন করি, তাঁহার সত্যিকার নিষ্ঠাবান ও প্রকৃত কামেল বান্দায় পরিণত হই। আমাদের নিজস্ব কোন কিছু অবশিষ্ট না থাকে।

তাঁহার উদ্দেশ্যে, তাঁহারই নির্দেশে তাহাতে তন্ময় হইয়া, আমরা নিজদিগকে আত্মবিলীন করিয়া মৃত সদৃশ হইয়া যাই এবং তাঁহার নিকট হইতে নব জীবন লাভ করি—প্রেম, প্রীতি ও দয়া এবং কল্যাণের অপূর্ব জীবন প্রাপ্ত হই। যাকাত আদায় সম্পর্কে যে মূল তত্বের শিক্ষা আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তথা প্রত্যেক জিনিসের মালিক আল্লাহ্‌ তিনিই সার্বভৌমত্তের অধিকারী, যেহেতু তাঁহার আদেশ ও তাহার পক্ষ হইতে অধিকার নির্ধারণ ব্যতিরেকে আমরা কোন কিছু নিজেদের ব্যবহারে আনিতে বা কাজে লাগাইতে পারি না, আমরা যেন এই সত্যটিকে হৃদয়াঙ্গম করিতে পারি, এবং ইহার ফলে আমরা যেন প্রত্যেকের হক আল্লাহ্‌ যে ভাবে নির্ধারণ করিয়াছেন ঠিক সেইভাবে তাহাকে দিতে থাকি, যাহাতে কোন মন কষাকষি, কোন অশান্তি, কোন ঘৃণা, কোন বিদ্রোহ এই জগতে যেন আর না থাকে এবং সকলই যেন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ একই পরিবারের ন্যায় হইয়া তাহাদের রব্বের সমীপে মাথা রাখিয়া একত্রিত হয়। আমরা যেন তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারি ও ইহজগত আমাদের জন্য জান্নাত হয় এবং এ জগতের পরপারের জীবনেও যেন তিনি জান্নাত লাভের সুব্যবস্থা করেন (আমীন)

অনুবাদ—**আহমদ সাদেক মাহমুদ**

★

বাহির হইয়াছে !

বাহির হইয়াছে !

আমরা অনন্দের সাথে বন্ধুদের অবগতীর জন্য জানাচ্ছি যে, মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব (প্রাদেশিক আমীর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া) প্রণীত প্রবন্ধ "আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব" ধারাবাহিকভাবে আহ্‌মদীতে প্রকাশের পর আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে পুস্তক আকারে বের হয়েছে। যাতে আল্লাহ্‌-তায়ালার অস্তিত্ব, তাহাকে জানা ও লাভ করা সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিজে পড়ুন এবং বন্ধু-বান্ধবদের উপহার দিন। এক টাকা পাঠালে আপনিও এই পুস্তকখানি পেতে পারেন।

জ্ঞান অর্জন

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার

"যারা ইহজগতে অন্ধ পর জগতেও তারা অন্ধ থাকবে।" (সুরা বণীইসরাইল) আল কোরানের উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ এ নয় যে, মাতৃ গর্ভ থেকে যে ব্যক্তি চক্ষু বিহীন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করবে পরজগতে সেই ব্যক্তি অন্ধ থাকবে, বরং ইহার অর্থ এই যে, ইহজগতে যারা জ্ঞানান্ধ থাকবে পরজগতে তারাই অন্ধ থাকবে। "যে ব্যক্তি মৃত ছিল তৎপর আমি তাকে জীবন দান করলাম আর তার জন্য আলোকের ব্যবস্থা করে দিলাম, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে বিচরণ করাতে পারে, সে কি তার ন্যায় হতে পারে যে অন্ধকার কুপের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে? যা হতে বহির্গত হওয়ার ইচ্ছা তার নাই।" (সুরা আনআম) কোরানের বহুস্থলে অজ্ঞতা এবং অনুভূতি সর্ব শক্তির অভাব জনিত অবস্থাকে অন্ধ এবং মৃত বলে আল্লাহতায়ালা বর্ণনা করেছেন। বিশ্ব নবী রসুল করিম (সাঃ) জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করাকে ধর্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে মুসলমান নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য বলে আদেশ দিয়েছেনঃ—জ্ঞান আহরণ কর যদিও সুদুর চীন দেশে যেতে হয়।" "শহীদের রক্তের চাইতে জ্ঞান সাধকের দোওয়াতের কালি পবিত্রতর এবং এবাদতের চাইতে জ্ঞানের সাধনা শ্রেষ্ঠ।" "জ্ঞান আহরণ কর কেননা জ্ঞান বিপদের বন্ধু নির্জনের সাথী, মরু ভূমির সহচর, আনন্দের সহায় এবং দুঃখের সান্তনা, সুখের সহচর।" জনৈক অরব পণ্ডিত বলেছেনঃ— "ধনের চেয়ে জ্ঞান বড়, জ্ঞান ও জ্ঞানীর শত্রু নেই।" হযরত আলী (রাঃ) এই মত পোষণ করতেন। জ্ঞান বিজ্ঞানই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের প্রাণ। জ্ঞান বিজ্ঞানেই জাতিকে ধরা পৃষ্ঠে বাঁচার মত বাঁচিয়ে রেখে অনন্ত মঞ্চে আরোহন করার শক্তি জোগায়। পৃথিবীতে যে জাতির ভিতর জ্ঞান বিজ্ঞান নেই সে জাতি প্রাণহীন কঠোমোর ন্যায় শুধু দৃশ্যমান। মানুষের দেহের শক্তির চাইতে জ্ঞানের শক্তি অসীম। উহার যখন জোয়ার আসে

তখন খোড়া মানুষ পর্বত শৃঙ্গে আরোহন করতে সক্ষম হয়, বোবার মুখ দিয়েও বাণী নির্গত হয়, মূককে স্ববাক করে, পঙ্গু গিরীশৃঙ্গ লঙ্ঘন করতে সমর্থ হয়। হোয়াইট হেড বলেছেনঃ জাতির প্রশিক্ষাগত বিদ্যার মুল্য দিতে অস্বীকার করবে তার মৃত্যু অবধারিত।" পৃথিবীতে জ্ঞান বিজ্ঞানে যে যত উন্নত, সেই জাতিই ধনে মানে শক্তি সামর্থে ও তত উন্নত। সেই জাতিই ধরার বুকে গুরতর আসন পেয়েছে। অতীত মুসলমান এবং আজকের প্রাশ্চাত্য জাতিগুলির পানে তাকালে অতি সহজেই তার সাক্ষী প্রমাণ নজরে পড়ে। যে জাতি ছিল বর্বর অজ্ঞানতার তিমিরে সমাচ্ছন্ন, জ্ঞান বিজ্ঞানের কল্যাণে তারাই ভাস্করের ন্যায় দিকে দিকে সভ্যতার মশাল জ্বালাতে সক্ষম হয়েছে। "নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃজনে এবং দিবা রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, ব'সে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করে, আর বলে, হে আমাদের প্রভূ! তুমি ইহা বৃথা সৃষ্টি কর নাই।" (সুরা আল—এমরান) বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তা আল্লাহতায়ালা রাহমানোর রাহিম। রহমান অর্থাৎ যা আমরা না চাহিতেই তিনি অযাচিত ভাবে দান করেছেন। আসমান, জমিন, গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি, জল, আবো-হাওয়া, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি যাবতীয় সৃষ্টিসমূহ তিনি পূর্ব হইতেই মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এই সৃষ্টির কোন একটি না হলে মানুষ পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারতো না। সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তুই তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্যে কার্য্যোপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন যা দেখে চিন্তাশীল মানুষের মন বিস্ময়ে ও পুলকে আত্মহারা না হয়ে পারে না। আসমান ও জমিনের সৃষ্টি, দিবা রাত্রির পরিবর্তন, আকাশে মেঘের সৃষ্টি এবং তদ্বারা মৃত ধরাকে জীবন দান ইত্যাদি প্রকৃতির নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক বিষয়ে যারা গভীর ভাবে চিন্তা করে, আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি রহস্য দেখে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। তখনই তারা বুঝতে পারে যে আল্লাহতায়ালার এই সৃষ্টি অনর্থক নহে। "আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাকিছু আছে আমি অর্থহীন খেলা হিসাবে সৃষ্টি করি নাই।" (সুরা দোখান) সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তুর উপরই মানুষ নির্ভরশীল। অগ্নি-জল আলো-বাতাস ইত্যাদি না হলে যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না, তেমনি আমাদের চারিদিকে যে অসংখ্য গাছ-পালা প্রহরীর ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্য করছি, সেই গাছ-পালা যদি আমাদের জন্য অক্সিজেন না জোগাত তবে আমারা তিলদণ্ড ও পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারতাম না। মানুষ আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি গাছের উপর নির্ভরশীল কিন্তু গাছ কখনও মানুষের উপর নির্ভরশীল নহে। "তিনি স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন।" (সুরা মুলক) মানুষের উপকারের জন্যে, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আল্লাহতায়ালা আকাশে সাতটি স্তরের সৃষ্টি করেছেন। সূর্য্য থেকে ধ্বংসাত্মক যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পৃথিবীর দিকে পতিত হয় সেইগুলিকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসাবে তিনি আকাশকে স্তরে স্তরে সজ্জন করেছেন। বৈজ্ঞানিকগণ প্রমান করেছেন যে, এই অগ্নি স্ফুলিঙ্গগুলির যদি একটি মাত্র কণা পৃথিবী পতিত হয় তবে এক নিমিষে পৃথিবী ভস্মীভূত হয়ে যাবে। আল্লাহতায়ালা রহিম অর্থাৎ যা আমরা চাইলে পাই, অর্থাৎ চিন্তা গবেষণা চেষ্টা সাধনা ধৈর্য্য ও পরিশ্রম দ্বারা যা আমরা লাভ করিতে পারি। মানুষ আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে চিন্তা গবেষণা চেষ্টা সাধনা এবং পরিশ্রম দ্বারা তাঁর সৃষ্টি বস্তুকে নিজেদের ব্যবহারে

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

স্মরণ রাখার যোগ্য

আমতুল কাইয়ূম (টুটু)

১। নেতার অঙ্গুলি সঙ্কেতে উঠে এবং বসে এই রূপ জীবিত জাতি পৃথিবীতে মহা পরিবর্তন আনয়ন করে থাকে। (হযরত মসিহ মওউদ (আ:)।

২। এই বৈচিত্র ময় জগতে যদি কোন কাজ করতে চাও তা হলে কল্পনা এবং অনুমানের উপর নির্ভর করা ছেড়ে দাও। (হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)।

৩। আমাদের প্রত্যেকের কথা এবং কাজ দীনের জেহাদের জন্য তবলীগের মূর্তিসরূপ হওয়া উচিং।

আমাদের কথা যেন সত্যের প্রচারকারী হয় এবং কাজ সত্যের প্রতিবিম্ব। (হযরত কামরুল আম্বীয়া)

৪। তোমার জন্য খোদা লাভের সর্ব উত্তম সময় হল শেষ রাত্রি। (হযরত মীর ইসমাইল (রহঃ)।

৫। বিজনতার সময় তোমার প্রভুর সাথে এভাবে কথা বল যে ভাবে তুমি আপন বন্ধুর সাথে কথা বলে থাক। (হযরত মীর ইসমাইল (রহঃ)।

৬। হযরত আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রাঃ) বলেছেন, এক দিন তিনি (আঃ) হযরত (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লার রসুল! খোদার নিকট সবচেয়ে উত্তম কাজ কি? তিনি বল্লেন, প্রথমতঃ নামায ঠিক সময় মত আদায় করা। দ্বিতীয়তঃ পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং তৃতীয়তঃ আল্লার রাস্তায় জেহাদ করা।

(মহা নবীর বাণী)।

★

(জ্ঞান অর্জনের অবশিষ্ট্য)

এনে তা হতে কোন উপকার গ্রহণ করতে না পারে, তবে সে দোষ মানুষেরি অজ্ঞতার। সৃষ্টি জগতের এই প্রকার গবেষনাই বিজ্ঞান জগতের উন্নতির মুল কারণ। "মানুষ যা পরিশ্রম করবে কেবল মাত্র উহারই প্রতিদান পাবে।" (সুরা নজম) চেষ্টা সাধনা এবং পরিশ্রম ব্যতীত পৃথিবীতে কেউ কোন কালে বাঞ্ছনীয় ফল লাভ করিতে পারে না। যে যতটুকু চেষ্টা সাধনা এবং পরিশ্রম করবে, সে ততটুকুই তার প্রতিদান পাবে। সুতরাং হে আহ্মদী বালক বালিকাগণ! তোমরা জ্ঞান অর্জনে যত্নবান হও!

★

॥ প্রশ্নোত্তর বিভাগ ॥

॥ এবারের প্রশ্ন ॥

১। জান্নাতুল বাকী কি ?

২। বয়েতে রেজওয়ান কি ?

৩। খোলাফায়ে রাশেদীন কি ?

৪। খোলাফায়ে রাশেদীনের নাম লিখ।

৫। খেলাফতে রাশেদীন কত বৎসর কাল পর্যন্ত প্রতিষ্টিত ছিল ?

॥ গেল বারের উত্তর ॥

১। ৩১৩ জন সাহাবা (রাঃ) ছিলেন।

২। ৮ম হিজরী সনে।

৩। দশ হাজার সাহাবা (রাঃ) ছিলেন।

৪। ১১ হিজরীতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

৫। মদিনায়।

॥ যারা ঠিক উত্তর দিয়েছে ॥

রংপুর হতে ঃ—গীয়াসউদ্দীন আহমদ, আবদুল কাইয়ুম।

ময়মনসিংহ হতে ঃ—নূর মোহাম্মদ হোসেন (কাজল), মমতাজ বেগম, আসাদুল্লা, আশেক উল্লাহ্, শাহীনা হাকিম, হাকিম পারভিন, এনামুল হাকিম।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হতে ঃ—মোঃ জাহাঙ্গীর (বাবুল), মুকুল।

চট্টগ্রাম্য বসিরুর হাসান, মঈনুদ্দীন আহমদ, শহীদাতুল জান্নাত।

॥ যাদের একটা ভুল হয়েছে ॥

সুন্দরবন হতে ঃ—মিস মমতাজ জাহান, মিস মমতাজ খানম, আল্লামা জিল্লুর রহমান, মোঃ মুনীর আহমেদ জাহাঙ্গীর, মোনোয়ারা বেগম, ওয়াসিকুর রহমান, ইউনুস আলী, মোছাঃ দিলারা খানম, মোছাঃ রোকেয়া খানম, মোছাঃ মাহমুদা খানম, আবুল হোসেন, আবদুর রাজ্জাক।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হতে ঃ—বশিরুর রহমান, আনিসুর রহমান (খোকন), ওয়াহিদুর রহমান (তপন), হাসিনা, আমজাদ, গুলশাহানারা।

ময়মনসিংহ হতে ঃ—শাফী আহমদ, এজাজুল হক, রোকেয়া বেগম, লুৎফা বেগম, আলী আহ্মদ।

রংপুর হতে ঃ—মোহাব্বত হোসেন, নীলুফার, আবদুল বাসেত, রেহানা বেগম।

রেকাবী বাজার হতে ঃ—আনওয়ারা, দিল্রুবা, মাহতাব, সারেমা, রুক্সানা,

সংবাদ

জিলা সমূহের আমীর এবং সিলসিলার মুরুব্বি সাহেবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে

যুগইমাম (আইঃ)-এর দাবীর প্রতিস্বরীত সাড়া দেওয়া কর্তব্য। ১লা এখার (অক্টোবর) প্রকাশিত আলফজলে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) খোতবায় বলিয়াছেন ঃ

আমার হৃদয়ে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই ইচ্ছা জাগ্রত করা হইয়াছে যে, সুরা বাকবার প্রথম সতরটি আয়েত যাহা আমি এই মাত্র পাঠ করিলাম, তাহা প্রত্যেক আহমদীর মুখস্থ করা অবশ্য কর্তব্য এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অর্থ এবং যথা সম্ভব তফসীর ও জানা কর্তব্য এবং সর্বদা উহা স্মৃতিপটে গাঁথিয়া রাখিতে হইবে।

অতঃপর হুযুর আকদাস সমস্ত জামাতকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন; আশা করি আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে হইতে উদিত দাবীর প্রতি সাড়া দিয়া এই আয়েতগুলি মুখস্থ করিবার চেষ্টা করিবেন। পুরুষগণও করিবেন মহিলাগণও মুখস্থ করিবেন, ছোট বড় সকলেই এই সতরটি আয়েত মুখস্থ করিয়া লইবেন।

আলফজল—১লা অক্টোবর

কোরআন মজিদের সুরা বাকারের এই প্রাথমিক আয়াত সমূহে মুমেন, কাফের এবং মোনাফেকদের বিশেষ লক্ষণ সমূহ বর্ণিত হইয়াছে; আমীর মহোদয়দের উচিত এবং সিলসিলার মুরুব্বিগণ ইহাকে ফরজ মনে করিয়া সমস্ত আহমদী স্ত্রী পুরুষ এবং বালক বালিকাগণকে এই আয়েত সমূহ মুখস্থ করিতে এবং অর্থ বুঝিতে শিক্ষা দিবেন। এক মাস পরে, আমীর সাহেবান এবং সিলসিলার মুরুব্বিগণ ইহার রিপোর্ট নেজারত ইসলাহ ও ইরশাদ (তালিমুল কোরআন) দপ্তরে পাঠাইয়া কৃতার্থ করিবেন।

আবুল আতা জলন্ধরী

এডিশনাল নাজির, ইসলাহ ও ইরশাদ, রাবওয়াহ।

হযরত আকদাস (আইঃ)-এর আদেশ পালন করার দায়ীত্ব প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট, মুরুব্বী এবং ওয়াকফে জদীদের মোয়াল্লেমগণের উপর ন্যাস্ত। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দায়িত্ব পালন করিয়া আমাকে যথা সময়ে রিপোর্ট দিয়া বাধিত করিবেন। আল্লাহ্তায়ালা সকল ভাইকে আল্লাহর খলিফার আদেশ পালন করিবার তৌফিক দিন। আমীন।

মোহাম্মাদ

প্রাদেশিক আমীর ই,পি,এ,এ,

ইসলামের প্রতি শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ

নাইজেরিয়ায় আহমদী মোবাল্লেগদের প্রচেষ্টার ফলে ইসলামের প্রতি তথাকার শিক্ষিত সমাজের গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে। মোকার্রাম মৌলবী ফজলে ইলাহী সাহেব আনওয়ারী নিজ এক পত্রে লেখিতেছেন ঃ—

ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার এক বিশেষ অনুগ্রহ যে এখানকার শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করিয়া সেকেণ্ডারী স্কুল এবং কলেজ সমূহের ছাত্রদের মধ্যে আহমদীয়াতের প্রভাব বিস্তার লাভ করিতেছে। স্থানীয় কিংস কলেজ ও কুইনস কলেজে আমাদের দুই বন্ধু জুময়ার নামাজ ও দীনিয়াত পড়াইয়া থাকেন। প্রথম প্রথম খ্রীষ্টান ছাত্রগণ বিশেষ গোলমাল সৃষ্টি করিত এবং সম্পূর্ণ নির্ভয়ের সহিত ইসলামের প্রতি আপত্তি করিত। কিন্তু বর্তমানে মুসলমান ছাত্র অপেক্ষা খ্রীষ্টান ছাত্রগণই অধিক সংখ্যায় তথায় যোগদান করিয়া থাকে এবং ইসলামের সত্যতার দলীল প্রমানাদি বিশেষ আগ্রহ ও মনযোগের সহিত শুনিয়া থাকে এমনকি কোন আগন্তুক অমুসলীম অযথা আপত্তি করিলে তাহারাই (খ্রীষ্টান ছাত্রগণ) জওয়াব দান করিয়া থাকে। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান লাভের জন্য তাহাদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এইভাবে কলেজ অব সাইনসের মোসলেম ছাত্রগণকে দিনিয়াত পড়াইবার জন্য আমাদের মিশনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করাতে সেখানেও আমাদের জনৈক বন্ধুকে নিযোগ করা হইয়াছে।

(মাসিক তাহরীকে জদীদ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯)

জার্মান প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টকে পবিত্র কোরআন উপহার

(করাচি ২৭শে সেপ্টেম্বর ষ্টাফ রিপোর্টার)

পশ্চিম জার্মানির নবনির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হাইম্যানকে জার্মানস্থ ইসলাম প্রচার কেন্দ্রের প্রতিনিধি, পবিত্র কোরআনের জার্মানী অনুবাদের ১ খানা পবিত্র কোরআন উপহার দান করিয়াছেন। প্রতিনিধিগণের প্রেসিডেণ্ট হামবার্গস্থ প্রচার কেন্দ্রের মোবাল্লেগ মোকারম চৌধুরী আবদুল লতিফ সাহেব, প্রেসিডেণ্টকে তাঁহার নির্বাচনে মোবারকবাদ জ্ঞাপন উপলক্ষে তাঁহাকে ঐশীগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের মূল্যবান উপহার প্রদান করেন। তিনি প্রেসিডেণ্ট মহোদয়কে বলেন, "যেহেতু আপনি একজন বিশ্বশান্তিকামী এবং সেজন্য আপনার চেষ্টাও চালাইতেছেন, সেইজন্য পবিত্র কোরআন অধ্যায়ন করা আপনার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ইহাতে শান্তির জন্য অতি সুদৃঢ় পন্থা বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রকৃত শান্তি ইহার অনুধাবনেই সম্ভব।

ডাঃ হাইম্যান উক্ত উপহার বিশেষ আনন্দ ও ভক্তির সহিত গ্রহণ করেন। জার্মানিতে আহমদীয়া জামাত কর্তৃক মসজিদ প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী মিশন স্থাপনে তিনি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রকাশ থাকে যে ডাঃ সাহেব একজন প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ইসায়ী এবং ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন।

(দৈনিক জংগ ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
মফস্বল সংখ্যা)

*

বিনামূল্যে বিতরণের পুস্তক

১।	আমাদের শিক্ষা,	হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের	,, ,,
	চারিটি প্রশ্নের উত্তর	,, ,,
৩।	রসুল প্রেমে	,, ,,
৪।	ঐশী বিকাশ	,, ,,
৫।	একটি ভুল সংশোধন	,, ,,
৬।	ইমাম মাহদীর (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৭।	আহমদীয়াতের পয়গাম	হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ)
৮।	শান্তি ও সতর্কবানী	হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)
৯।	কোরআনের আলো	,, ,,
১০।	মাহাম্মদী মসীহ্	মৌলবী মোহাম্মাদ
	(ইংরেজী নবীর উত্তরে)	,,
১১।	কলেমা দর্শন	,,
১২।	হযরত ঈসা (আঃ)	,,
	একশত কুড়ি বৎসর জীবিত ছিলেন।	,,
১৩।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন	,,
১৪।	তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	,,
১৫।	বর্তমান দুর্যোগময় যুগে মানবের কর্তব্য	,,
১৬।	পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ	,,
১৭।	মহা সুসংবাদ	,,

'পরিবেশনে'

জেনারেল সেক্রেটারী

পুঃ পাঃ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪নং বকসিবাজার, রোড,ঢাকা—১